লিপি
কলকাতা, বুধবার, ১ মার্চ, ২০১৭
Kolkata•Wednesday• March 1, 2017
Arthik Lipi, Page 3

বিজেপি নেতাদের ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে: দিলীপ ঘোষ

শিশুপাচার কাণ্ডে সিআইডির নজরে এবার বিজয়বর্গীয়-রূপা

স্টাফ রিপোর্টার: জলপাইগুড়িতে শিশুপাচার কাণ্ডে এবার সিআইডির নজরে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। শিশুপাচার কাণ্ডে ধৃত চন্দনা চক্রবর্তীরে স্বীকারোক্তিতে উঠে এসেছে কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। চন্দনার বক্তব্য, জুহি চৌধুরি কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। আর চন্দনার এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করেই সিআইডি বিজেপির এই দুই নেতা-নেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে বলে সূত্রের খবর। তবে বিজেপির দাবি, তাদের নেতাদের ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'যে কোনও প্রকারে বিজেপির নেতাদের হেনস্থা করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাদের ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।' এই কথাই প্রকাশ পেয়েছে রাজ্যের বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র বক্তব্যেও। তিনি সংবাদ মাধ্যমে বলেন,

'পুলিশকে দিয়ে বিজেপির নেতাদের ফাঁসানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল সরকার। জয়প্রকাশ মজুমদারকে ফাঁসিয়েছে, শিশির বাজোরিয়াকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে। এখন আবার আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়িতে শিশুপাচার কাণ্ডে নাম উঠে আসে বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী জুহি চৌধুরির। শিশুপাচার চক্র চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের থেকে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ জুহি চৌধুরির বিরুদ্ধে। এবার সেই কাণ্ডেই নাম উঠে আসল রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র। তবে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে তাঁর জুহির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

তিনি বলেন, একবার জুহি চৌধুরি নামে একজনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। কিন্তু কী নিয়ে কথা হয়েছিল সেটা মনে নেই। বিজয়বর্গীয় বলেন, সিআইডি বলে কিছু নেই। ওখানে সব তৃণমূলের লোকজন। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কার্যালয় এখন তৃণমূল কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। তারা রোজ নতুন গল্প তৈরি করছে বিজেপিকে ফাঁসানোর জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তাই সিআইডির কথা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। বিজেপির রাজ্য সভাপতি ঘোষেরও সেই একই সুর। তাঁর প্রশ্ন, শিশুপাচারের ঘটনায় অভিযুক্তকে এক সপ্তাহ আগে ধরা হয়েছে। এখন এক স্পাহ পর বিজেপি নেতাদের নাম বলা হচ্ছে। এত সময় লাগল কেন?

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই জলপাইগুড়িতে শিশুপাচার কাণ্ড সামনে আসে। এই ঘটনায় নাম উঠে আসে জুহি চৌধুরির। যদিও ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা হয়ে যান তিনি। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। যদিও জুহি চৌধুরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, একথা মানতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব। প্রথমথেকেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জুহির পাশেই দাঁড়িয়েছেন। দলীয় নেতা-নেত্রীকে ফাঁসানোর জন্য মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির। তবে তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তর শাস্তির পক্ষেই দিলীপ ঘোষ।

বড়বাজারে প্রায় ১৫ ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এল আগুন

ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্টাফ রিপোর্টার: প্রায় ১৫ ঘণ্টার চেষ্টায় মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হল বড়বাজারের বহুতলের আগুন। সোমবার রাতে এই বহুতলে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লাগার পর প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বহুতলটিতে একটি কারখানা ছিল। যেখানে প্রচুর পরিমাণে দাহ্যবস্তু মজুত করা ছিল। এর ফলেই আগুনের ব্যাপকতা বিরাট আকার ধারণ করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও প্রাচীন ওই বাড়িটির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বাড়িটি। এমনটাই আশঙ্কা করছেন উপস্থিত দমকল কর্মীরা। সেই কারণেই বাড়ির ভেতরে এখনও কোথাও কম-বেশি আগুন রয়েছে কি না তা নিরীক্ষণ করতে যেতে পারছেন না দমকল ও পুরসভার কর্মীরা। মঙ্গলবারেও সকাল থেকে প্রায় ১৬-১৭টি ইঞ্জিন ওই বহুতলে জল দেওয়ার কাজ করেছে। মূলত ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় ঘটনাস্থলে দমকলের পৌঁছনোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা হয়েছে। এর আগে নন্দরাম মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকেও এখানকার মানুষ কোনওরকম শিক্ষা নেয়নি। সোমবার রাতে আগুন লাগার পর সেখানে গিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা দমকল মন্ত্রী

শোভন চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর তিনি বলেন, বড়বাজারের মতো অঞ্চলগুলিতে আগুন লাগার ঘটনা একাধিকবার ঘটলেও তার থেকে কোনও শিক্ষাই নেয় না মানুষ। বাড়িটি এজমালি সম্পত্তি হওয়ায় দীর্ঘদিন একইভাবে রয়েছে তার উপর সেখানে একটি কারখানা ছিল যেখানে দাহ্যবস্তু মজুত রাখা হয়েছিল। সেখানকার মানুষজন চাইলে কলকাতা পুরসভা বাড়িটি পুনার্নির্মাণে সাহায্য করবে। আগামী বিধানসভায় আইন আনা হচ্ছে, যাতে বিপদসঙ্কুল পুরাতন বাড়িগুলিকে পুরসভার সাহায্যে নতুনভাবে নির্মাণ করা সম্ভব হবে। তবে বাড়িগুলিতে যারা থাকেন তাদের সচেতন হতে হবে। আগুন নির্বাপণ ব্যবস্থাও রাখতে হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, এই ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, অগ্নিনির্বাপক বিধি মানতে হবে। অনেক বহুতলেই এই বিধি মানা হয় না। যত্রতত্র দাহ্য পদার্থ রাখা যাবে না। এই বিষয়গুলি যাতে সঠিকভাবে মানা হয় তার জন্য দমকলমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যায়। শহরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঠেকাতে যখন মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন সেই সময় ফের আগুন লাগার ঘটনা ঘটে বাইপাস সংলগ্ন নোনাডাঙা বস্তিতে। এখানেও গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লাগে বলে খবর। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৬টি ইঞ্জিন।

অ্যাপোলোয় ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার: অ্যাপোলো হাসপাতালে গেল ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি। ডানকুনির বাসিন্দা সঞ্জয় রায়ের চিকিৎসায় গাফিলতি এবং চিকিৎসার জন্য বিলে স্বচ্ছতা ছিল কি না তা খতিয়ে দেখতেই মঙ্গলবার চিকিৎসক পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি অ্যাপোলো হাসপাতালে যায়। কথা বলে সেখানকার চিকিৎসক ও আধিকারিকদের সঙ্গে। খতিয়ে দেখা নানা কাগজপত্রও। বেশ কিছু জায়গায় গাফিলতির প্রমাণ মিলেছে বলে সূত্রের খবর। যদিও সে ব্যাপারে এখনই মুখ খুলতে নারাজ তদন্ত কমিটি।

প্রসঙ্গত, পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে ডানকুনির বাসিন্দা সঞ্জয় রায়কে অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রায় ৮ দিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকেন তিনি। বিলের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৮ লক্ষ। এই পরিস্থিতিতে সঞ্জয়কে অন্যত্র স্থানান্তর করানোর সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিলে তবেই রোগীকে

ফাইল চিত্র

অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে। কিছু টাকা নগদ দিলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা জানায়। উপায় না পেয়ে ফিক্সড ডিপোজিটের কাগজ জমা দিয়ে সঞ্জয়কে এসএসকেএমে সরানো হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার ভোররাতেই মারা যায় সঞ্জয় রায়। বিল নিয়ে টানাপোড়েনের জেরেই সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। এই ঘটনায় ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিই এদিন অ্যাপোলো হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে। ভর্তির পর চিকিৎসা শুরুতে বিলম্ব কেন? এই প্রশ্নও অ্যাপোলোর কাছে করে তদন্ত কমিটি। আজ তদন্ত কমিটির ৬ সদস্যই স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠকে বসবে। সেখানে তারা বিল সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে। সঞ্জয় রায়ের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই ফুলবাগান থানায় অ্যাপোলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে সঞ্জয়ের পরিবার। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অ্যাপোলোর কাছে সঞ্জয় রায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি চাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আবাসনের একাংশ ভেঙে বিপত্তি

স্টাফ রিপোর্টার : বাড়ি ভেঙে বিপত্তি চেতলায়। মঙ্গলবার চেতলা থানার পাশে সিআইটি আবাসনের অংশ ভেঙে পড়ে। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে বাড়ির সংস্কারের কাজ চলছিল। সেই সময়ই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। শিশুসহ প্রায় ১৫ জন আটকে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের কর্মী ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আটকে থাকা আবাসিকদের উদ্ধারের কাজ শুরু হয়। সন্ধ্যে নাগাদ আটকে পড়া সকলকেই উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ওই আবাসনের আবাসিকদের মধ্যে। ঘটনায় বেশ কয়েকটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী এক আবাসিকের কথায়, ঘরের মধ্যে কাজ করছিলাম। হঠাৎই ছাদ ভেঙে আমার ঘরের চৌকাঠের সামনে পড়ে। এই ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় গ্রেফতার ১

স্টাফ রিপোর্টার : গত বছরের ৩০ জুলাইয়ের একটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। উল্লেখ্য, অসানসোলের মলয় কুমার দত্ত গত বছরের ৩০ জুলাই টালিগঞ্জ থানায় একটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার পূর্ব যাদবপুরের বাসিন্দা বছর ৩২-এর সঞ্জীব সরকারকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এদিন চেতলা হাটে সঞ্জীবের শ্বশুর বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে হয়েছে বলে জানান যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) বিশাল গর্গ। প্রসঙ্গত, সঞ্জীব প্রথম যোগাযোগ করে আসানসোলের মলয় কুমার দত্তের সঙ্গে। নানান সুযোগ সুবিধা এবং অতিরিক্ত সুদের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে কলকাতার বিরাট ট্রেডিং নামক একটি কোম্পানিতে টাকা বিনিয়োগ করার জন্য রাজি করায়। কলকাতার এসপি মুখার্জী রোডে এই সংস্থার অফিস বলে জানায় সে। শুধু তাই নয়, কোম্পানির নামে জাল নথিপত্রও ময়বাবুকে দেখায় সঞ্জীব। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকার লেনদেন হয়। সঞ্জীবের কথায় ভুলে ৪ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন মলয়বাবু। কিন্তু এরপর থেকেই আর সঞ্জীবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও কোনও হদিশ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ৩০ জুলাই টালিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আসানসোলের মলয় কুমার দত্ত। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানাতে পারে বিরাট ট্রেডিং নামের কোম্পানির কোনও অস্তিত্বই নেই। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে সঞ্জীব। এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা জানার জন্য সঞ্জীবকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আর্জি জানায় পুলিশ। আদালতে তোলা হলে সঞ্জীব সরকারকে ৬মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

বোমাতঙ্ক ডিএলএফে

স্টাফ রিপোর্টার: পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে বোমাতঙ্ক ছড়াল সল্টলেকে। ডিএলএফ ১ নম্বর গেটের কাছে বহুক্ষণ ব্যাগটি পড়ে থাকতে দেখেন ওই বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা। তবে কার ব্যাগ, তা জানতে না পারায় খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে আসে বম্ব স্কোয়াডও। ঘিরে ফেলা হয় ঘটনাস্থল। সরিয়ে দেওয়া হয় স্থানীয় মানুষ ও এই বিল্ডিংয়ে কাজ করতে আসা কর্মীদের। তবে ব্যাগটি খোলা হলে তাতে শাক-সবজি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। কে ,কী কারণে ওখানে ব্যাগটি রেখেছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক ফেলে পালাল চালক, যানজট বাইপাসে

স্টাফ রিপোর্টার: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। তবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি রাস্তার মাঝখানে রেখেই চম্পট দেয় চালক ও খালাসি। ট্রাকটি সরানো নিয়ে শুরু হয় জটিলতা। তৈরি হয় ব্যাপক যানজট। মঙ্গলবার ভোররাতে ট্রাকটি উল্টোডাঙা থেকে সায়েন্স সিটির দিকে আসছিল। পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেলেঘাটা বিল্ডিং মোড়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। সেই অবস্থাতেই ট্রাকটি ফেলে পালিয়ে যায় চালক ও খালাসি। তবে ভোররাতে ঘটনা ঘটলেও তা সরাতে দেরি হয়। ফলে চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পরে ট্রাকটির মালিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা সরিয়ে নিয়ে যায়। প্রশাসনের তরফে ট্রাকটি সরাতে উদ্যোগ না নেওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মোদীর গড়ে নির্বাচনী প্রচারে এবার বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেডের নেতারাও

অতনু ঘোষ

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী প্রচারে এবার বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেডের নেতারাও। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে যাচ্ছেন রাজ্য বিজেপির বেশ কয়েকজন নেতা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল রাজ্য বিজেপির সম্পাদক সায়ন্তন বসু, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৮ মার্চ বারাণসীতে ভোটগ্রহণ। তার আগে সেখানকার বাঙালি ভোটারদের কাছে টানার লক্ষ্যে বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেডের নেতাদের দিয়ে সভা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেই মতোই আজ বিভূতি এক্সপ্রেসে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন সায়ন্তন বসু, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়রা। রাজ্য বিজেপির নেতাদের এই সফরের বেশ কয়েকদিন আগে অবশ্য এ রাজ্য

ফাইল চিত্র

থেকেই বেশ কয়েকজন কর্মীকে উত্তরপ্রদেশে পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। একেবারে নিচু তলার কর্মীদের সঙ্গে কাজ করা এমন কয়েকজন কর্মীকে উত্তরপ্রদেশে পাঠানো হয়েছিল। এই রাজ্যে নির্বাচনের সময় যে অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করেছিলেন তাকে কাজে লাগাতেই উত্তরপ্রদেশে পাঠানো হয়েছিল। সেইমতো ওই রাজ্যের নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে নির্বাচনের প্রচারে সাহায্য করেছিলেন। এর পিছনে আরও একটা কারণ ছিল। আগামী বছরেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার পরের বছরেই রয়েছে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে কর্মীদের ময়দানে নামাতে চায় বিজেপি। তাই উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন চলাকালীন এ রাজ্য থেকে পাঠানো কর্মীরা সে ব্যাপারে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন এবং সেই অভিজ্ঞতা এই রাজ্যের নির্বাচনেও কাজে লাগাতে পারবেন। বেশ কয়েক দফার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর সেই কর্মীরা উত্তরপ্রদেশ থেকে ফিরেও এসেছেন। এবার এ রাজ্য বিজেপির কয়েকজন সম্পাদকের ঘাড়ে বারাণসীর নির্বাচনী প্রচারের ভার এসে পড়েছে। মোট সাত দফায় উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে। আগামী ৮ মার্চ শেষ দফায় বারাণসীতে ভোটগ্রহণ। বারাণসী দক্ষিণ, বারাণসী ক্যান্টনমেন্ট এবং বারাণসী উত্তর এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত মোদীর গড়। এই বিধানসভা এলাকায় প্রচুর বাঙালি বাস করেন।

সূত্রের খবর, সেখানকার বাঙালিদের সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যেই এ রাজ্যের নেতাদের নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। সেই কথা মাথায় রেখে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শিবপ্রকাশ সায়ন্তন বসু, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়দের তড়িঘড়ি তলব করেছেন। তাই দেরি না করে আজ বুধবার তারা উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন।

আগামী ৬ তারিখ বারাণসীতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসীতে নির্বাচনী জনসভা করবেন। ততদিন পর্যন্ত বারাণসীর বাঙালিদের মন পেতে রাজ্য বিজেপির এই সম্পাদকরা সেখানে থেকে প্রচার চালাবেন।

অমানবিকতার নজির, বিনা চিকিৎসায় মৃত পথচারী

চিকিৎসার নামে গাড়িতে তুলেও ফেলে দেওয়া হল নর্দমার পাশে

স্টাফ রিপোর্টার: ফের অমানবিকতার নজির দেখল কলকাতা। দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে রেখে পালাল ঘাতক গাড়িটি। তাও আবার আবর্জনার পাশে ফেলে দেওয়া হল জখম ওই ব্যক্তিকে। সারারাত কার্যত চিকিৎসা না পেয়েই মৃত্যু হল শেখ সেলিমের। সোমবার রাত ১০ টা নাগাদ টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের কাছে রিজেন্ট পার্ক এলাকায় রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে একটি মালবাহী মিনিডোরের ধাক্কায় আহত হন বছর ৩০ ওই ব্যক্তি। দুর্ঘটনার পর তড়িগড়ি গাড়ি নিয়ে চম্পট দিতে চাইলে স্থানীয় মানুষ পথ আটকায় ঘাতক মিনিডোরটির, ওই গাড়িতেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোড় করায়, বলা যেতে পারে স্থানীয়দের চাপে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আহত ওই ব্যক্তিকে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয় মিনিডোরের চালক। অভিযোগ, চিকিৎসার জন্য গাড়িতে তুলেও হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ফের রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় গুরুতর আহত শেখ সেলিমকে। এমনকী আহতের বাড়িতেও খবর দেওয়া কথা থাকলে, তাও দেয়নি ওই মিনিডোর চালক। পরে স্থানীয়রাই খবর দেয় আহতের বাড়িতে। তবে দীর্ঘক্ষন খবর না পেয়ে হন্যে হয়ে হাসপাতালগুলিতে খোঁজ করতে শুরু করে সেলিমের পরিবারেরে লোকজন। মঙ্গলবার সকালে মারাত্মক আহত এক যুবককে টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ও প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের কাছে আবর্জনা ভরা একটি নর্দমার পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় সেলিমকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়ারাই। পরে ট্রাফিক সার্জেন্ট ও পথচলতি মানুষ তাঁকে স্থানীয় বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন চিকিৎসকেরা। শেখ সেলিমের পরিবারের দাবি,'ঘাতক গাড়িটি চিকিৎসার নাম করে নিয়ে গেলেও রাস্তায় ফেলে পালায়। বিনা চিকিৎসাতেও মারা গিয়েছে।' ঘটনার পরই ঘাতক গাড়িটির খোঁজে তল্লাশী শুরু করে পুলিশ। খতিয়েথ দেখা হয় রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজও। এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে মৃতদেহের ময়না তদন্ত করা হয়।